দৈনিক সংবাদ

MAR. 1 0 200

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পাঠ্যপুস্তকে স্বাস্থ্য শিক্ষাকে আবশ্যিক করা প্রয়োজন

— রাষ্ট্রপতি

গাজীপুর থেকে মুকুল কুমার মল্লিক : রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক এ.কিউ.এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী রাজনীতি-সমাজনীতিসহ সবক্ষেত্রে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এর ফলে আমরা একটি সুন্দর দেশ পাব, সুন্দর জাতি পাব— একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ পাব। তিনি স্কুল-কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, আমরা সবার সুন্দর স্বাস্থ্য চাই, সুন্দর শিশু চাই, সুন্দর ভবিষ্যৎ চাই। পাঠ্যপুস্তকে বিশেষত নিচু শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে স্বাস্থ্য শিক্ষাকে আবশ্যিক করার পাশাপাশি রাজনীতি-সমাজনীতির ক্ষেত্রেও স্বাস্থ্যশিক্ষা থাকা দরকার বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক এ.কিউ.এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী শনিবার সকালে কাপাসিয়া উপজেলা সদরে কাপাসিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে গরিব দুস্থ মানুষের চিকিৎসার্থে একদিনের ফ্রি মেডিক্যাল ক্লিনিক উদ্বোধনকালে ভাষণ দিতে গিয়ে এ কথা বলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ড্যাব) গাজীপুর জেলা শাখার সভাপতি ডা. মাজহারুল আলম; গাজীপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য ফজলুল হক মিলন, সাবেক পাটমন্ত্রী ও মেডিক্যাল ক্লিনিকের সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আ.স.ম হান্নান শাহ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কাপাসিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার খন্দকার রফিকুল ইসলাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানশেষে রাষ্ট্রপতি ফিতা কেটে একদিনের ফ্রি মেডিক্যাল ক্লিনিক উদ্বোধন করেন। এরপর রাষ্ট্রপতি এবং দেশের বিশিষ্ট কয়েকজন চিকিৎসক ডা. চৌধুরী বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে ৯ রোগীকে চিকিৎসা ও তাদের ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন। রাষ্ট্রপতি আরো কয়েকটি কক্ষে যান এবং বেশ কয়েকজন রোগীকে পরীক্ষা করে ব্যবস্থাপত্র দেন। উদ্বোধনের পর ড্যাব গাজীপুর জেলা শাখার পরিচালনায় ৩৭ জন চিকিৎসকের একটি টিম এলাকার গরিব-দুস্থ রোগীদের সারা দিনব্যাপী চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন। পাশাপাশি রোগীদের ইসিজি করাসহ রক্ত, মলমূত্রও পরীক্ষা করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিএনপি নেতা সাবেক এমপি হাসান উদ্দিন সরকার, মো. আবু তাহের, আহমদ আলী রুশদি, উপজেলা বিএনপি সভাপতি জামাল উদ্দিন আহমদ এবং গাজীপুরের ডিসি ও ভারপ্রাপ্ত এসপি উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপতি চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে অনুরোধ করে বলেন, একজন রোগীকে চিকিৎসা করে শুধু ব্যবস্থাপত্র দেবেন; না অন্তত তিনটি বিষয় ব্যবস্থাপত্রে উল্লেখ করবেন। প্রথমটি হল ব্যবস্থাপত্রে ওষুধের নাম ও ব্যবহারবিধি লিখবেন, দ্বিতীয়ত পথ্যের নাম লিখবেন এবং তৃতীয়ত ভবিষ্যতে যাতে ওই রোগ না হয় তার উপায় সম্বন্ধে লিখে দেবেন। তিনি বলেন, রোগ ঠেকাতে হলে শরীরে প্রতিরোধ শক্তি বাড়াতে হবে আর এ জন্য দরকার শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টি।